ক্যাটরিনায় ক্ষতিগ্রস্তদের শীতের জ্যাকেট প্রদান করলো বাংলাদেশী যুবক

ফিলিপ কুরাতা
ওয়াশিংটন ফাইল স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ৬ই অক্টোবর -- পররাষ্ট্র দপ্তরের লিডারশীপ কর্মসূচীর আওতায় যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশী এক যুবক হারিকেন ক্যাটরিনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করতে তার বাবার পোষাক তৈরীর কারখানা থেকে শীতের জ্যাকেট ভর্তি একটি বাক্স নিয়ে এসেছে।

খন্দকার জুনায়েদ রব্বানী নামের ঐ যুবক বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রে আসার সময় আমার বাবা এবং আমি ক্যাটরিনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কিছু করা উচিত বলে মনে করছিলাম। আমাদের দেশেও ঘূর্ণিঝড় আঘাত করে এবং আমরা জানি এর ক্ষয়ক্ষতি রূপ কি। আমার তরফ থেকে সহমর্মিতার একটি ছোট উদ্যোগঃ 'আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমি যদি আরো কিছু করতে পারতাম!'

হারিকেন ক্যাটরিনা নিউ অরলিয়েন্স এবং উপকূলীয় কতিপয় শহরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধনের কিছু দিন পর ঢাকায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা বিভাগের ছাত্র ২৩ বছর বয়সী রব্বানী যুক্তরাষ্ট্রে এসে পৌঁছায়। তিনি ব্যক্তিগত মাল-পত্রের সাথে ২২টি শীতের জ্যাকেট ভর্তি একটি বাক্সও নিয়ে আসেন।

তিনি বলেন, "এখানে এখনও শীত না পড়লেও আমি নিশ্চিত যে শীতের সময় ক্যাটরিনায় ক্ষতিগ্রস্তদের এসব কাপড়ের প্রয়োজন হবে।"

রব্বানী বলেন যে, ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে যুক্তরাষ্ট্র যে সহায়তা দিয়েছিল তিনি তার প্রশংসা করেন।

রব্বানী বলেন " কয়েক বছর আগেও যুক্তরাষ্ট্র আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছে এবং আমাদের দেশে ঘূর্ণিঝড় আঘাত করলেই যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করে থাকে। আমি এ বিষয়টি মনে রাখতে চাই এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে এ কথাও বলতে চাই যে, আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন এবং এখন আমাদেরও থাকা উচিত।"

তিনি বলেন, " আমরা বিশ্ব নাগরিকের মত। তাই চলুন একে অপরের সহযোগিতায় আমরা হাত বাড়িয়ে দেই।"

বাংলাদেশ সরকার ক্যাটরিনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করতে দশ লাখ ডলার অনুদান প্রদান করেছে। বাংলাদেশে প্রবল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ২০০৪ সালে ৮২ লাখ ডলার এবং ১৯৯৮ সালে ৩০ লাখ ডলার সাহায্য প্রদান করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এই তথ্য জানিয়েছে।

রব্বানী বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ক্যাটরিনার ধবংসযজ্ঞে যেভাবে সাড়া দিয়েছে তা বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেদেশের জনগণও তেমনিভাবে সাড়া দেয়।

তিনি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশে একই ঘটনা ঘটে। যখনই কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে তখন সারা দেশ একত্রিত হয় এবং সারা দেশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। এ পর্যন্ত সংবাদপত্রে আমি যা পড়েছি, তাতে আমি মনে করি যে সারা দেশ ক্যাটরিনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করতে একত্রিত হচ্ছে।"

বাংলাদেশে একজন যুব নেতা হিসেবে পরিচিত রব্বানী পররাষ্ট্র দপ্তরের অতিথি হিসেবে ২৫ দিনের সফরে বোস্টন, ওয়াশিংটন, আটলান্টা, উইসকনসিন রাজ্যসহ বেশ কিছু স্থান পরিদর্শন করছেন।

দক্ষিণ এশিয়ার অপর ছ'টি রাষ্ট্রের অন্যান্য যুব নেতাদের সাথে রব্বানী পররাষ্ট্র দপ্তরের এক কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের জীবনধারার সাথে বিশ্বের যুব নেতৃবৃন্দদের পরিচিত করে তুলতেই এই কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৫

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *(New) এ যোগাযোগ করুন।*